#### *শনিবার, নভেম্বর ৫, ২০২২*

#### *18 কার্তিক ১৪২৯*



#### চা বাগানে শিশু বিকাশ ও শিশু দিবাযত্নে আলোয় আলো

সালাহউদ্দিন শুভ, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
DhakaReport24.com || 2022-11-02 16:48:30

<https://www.dhakareport24.com/front/singel/44/31874?fbclid=IwAR1vW5QHoO0oA4YivTmVz3lp6MhYqsd3qe7J_HrpPjzQxJE69tsi3RcEfI4>

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া চা জনগোষ্ঠী জীবিকায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য,পুষ্টি, নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক কুসংস্কারসহ বিভিন্ন সমস্যায় দিনাতিপাত করছে।সরকারি কিছু উদ্যোগের সাথে বেসরকারি কিছু উদ্যোগ চা বাগানসমূহে পরিচালিত হয়ে চা বাগানের আগের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বেশ উন্নত করছে।

এর মাঝে ২০১৯ সাল থেকে এডুকো বাংলাদেশের সার্বিক সহযোগিতায় চাইল্ড ফান্ড কোরিয়ার অর্থায়নে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ১০টি চা বাগানে চা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যও পুষ্টি, নিরাপদ পানি সরবরাহ,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দুর্যোগ প্রশমন ও নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে আলোয় আলো প্রকল্প।

মাঠ পর্যায়ে এ কাজ বাস্তবায়ন করছে বেসরকারি সংস্থা প্রচেষ্টা। আলোয় আলো প্রকল্পটি ২০১৯ সাল থেকে কমলগঞ্জে ১০টি চা বাগান যথাক্রমে মিরতিংগা, আলীনগর,কুরমা, চাম্পারায়, পাত্রখোলা, দলই, মদনমোহনপুর, মাধবপুর, নুরজাহান ও ফুলবাড়ি চা বাগানে ৩ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যের চা শ্রমকি সন্তান শিশুদের বিকাশে ও নারী চা শ্রমিকদের শিশুদের দিবাযত্নের দায়িত্ব পালন করছে।

বুধবার (২ নভেম্বর) দুপুরে কমলগঞ্জ উপজেলার আলীনগর চা বাগানে ডি বাবার থলীতে শিশুদের আকৃষ্ট করতে নানান ফুল ও ছবিতে সাজানো শিশু কানন নামের শিশু বিকাশের একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখা যায়, শিক্ষক আশা বাউরী ৩ থেকে ৫ বছরের ভেতরের ২১টি শিশুকে নিয়ে ছবি, বিভিন্ন খেলাধুলা, গল্প বলে ও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করছেন। আবার এ শিশুরা ছড়া গানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে কিছু শেখার চেষ্টা করছে।

এ কেন্দ্রের অভিভাবক সুমিতা বাউরী বলেন, এ বয়সে তাদের ছেলে মেয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারছে। পরবর্তীতে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করলে তাদের লেখা পড়া সহজ হবে।

এ প্রকল্পের কর্মকর্তা বিজয় কুমার কৈরী জানান, প্রচেষ্টা বেশ কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। তবে ২০১৯ সাল থেকে কমলগঞ্জ উপজেলার ১০টি চা বাগানে মোট ৪১টি কেন্দ্রে আলোয় আলো প্রকল্পে শিশুদের মানসিক বিকাশে কাজ করছে। সাথে সাথে ২টি ডে কেয়ার বা শিশুদের দিবা যত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ৪১টি শিশু কাননে মোট ৯০৭ জন শিশু শিক্ষার্থী আছে। আর ২টি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে ৪১টি শিশু রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৫টি পাকা ভবন স্থাপন করে, ২১টি বিভিন্ন ভাড়া কেন্দ্রে ও ৫টি আর্থ প্রকল্প থেকে কেন্দ্রে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে দুপুর ১টায় উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের মদনমোহনপুর চা বাগানের বাসন্তি মন্দির সংলগ্ন স্থানে গিয়ে দেখা যায়, শিশু কাননের ছবি দেখিয়ে, ছড়া গানে, গল্প বলে ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে শিশুদের বিকাশে কাজ করছেন শিক্ষিকা তামান্না বেগম। এটি আলোয় আলো প্রকল্পের নিজস্ব ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। এ ভবনের একদিকে একটি বড় কক্ষে শিশু দিবা কেন্দ্রে নারী চা শ্রমিকদের রেখে যাওয়া শিশুদের ছড়া গান শেখাচ্ছেন এক শিক্ষিকা।

আলোয় আলো প্রকল্প সমন্বয়ক হামিদুল ইসলাম ও প্রকল্প কর্মকর্তা প্রভাত কুমার বিশ্বাস জানান, নারী চা শ্রমিকরা দিবা যত্ন কেন্দ্রে তাদের ছোট শিশুদের রেখে গেলে বিকেলে এসে নিয়ে যান। এ সময়ে অনেক শিশু তাদের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। আবার বাকি শিশুরা শিক্ষিকার সাথে ছড়াগান ছাড়াও শিক্ষনীয় কাজ করে। দিনের মধ্যে সপ্তাহে ৬দিন এ শিশুদের খিচুড়ি, সেমাই, সুজিসহ বিভিন্ন ধরণের খাবারও দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের আলাদা একটি কক্ষে মায়েরা এসে তাদের শিশুদের দুগ্ধ পান করিয়ে রেখে যেতে পারেন।

প্রকল্প কর্মকর্তা ও সমন্বয়কদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আলোয় আলো প্রকল্পটি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিশুর প্রতিবার বিকাশ কেন্দ্রসহ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার কাজ করছে। চা বাগানের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে  অভিভাবক, তাদের শিশু ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অবহিতকরণসহ বৈচিত্রময় খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শিশু পুষ্টি নিশ্চিত করার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের বসত বাড়িতে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন চা বাগানের ৮৮২ জনকে সবজি চাষের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সবজি বীজ বিতরণ করা হয়। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বীজ ব্যবহার করে অনেক নারী চা শ্রমিক ও শিশু কার্নরের শিশুদের মায়েরা সবজি চাষ করে পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করছে। এছাড়া সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদান করে চা বাগানের জীবিকায়নকে সহজ করছে।

আবার কিশোর কিশোরীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আত্ম নির্ভরশীল ও সামাজিক দায়-দায়িত্বসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে কয়েকটি দল গঠন করেছে আলোয় আলেয়া প্রকল্প। এ দলের সদস্যরা চা বাগানের অন্যান্য কিশোর কিশোরীদের বয়স সন্ধিকাল, শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, ধূমপানও মাদকাসক্ততা, সংগঠন ও নেতৃত্বের বিকাশসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার উদ্দম্যে বৈঠকও পরিচালনা করছে।

কোভিড-১৯ এর ব্যাপক সংক্রমণকালে বিভিন্ন ধরণের ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া চা জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় কাজ করেছে আলোয় আলো প্রকল্প। কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পটি চা জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগালেও আগামী ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এ প্রকল্প শেষ হয়ে যাবে।

**ঢাকারিপোর্ট২৪.কম/এসএ/আরএএম**